শেকড় জানো
দেশটা চেনো

জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী: যিনি বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বাধীনতার পথে

লেখক: আদিলা করিম

অনুবাদক: মিহ্‌সান বিন মাকসুদ

GROW your READER
Foundation

জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী: যিনি বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বাধীনতার পথে

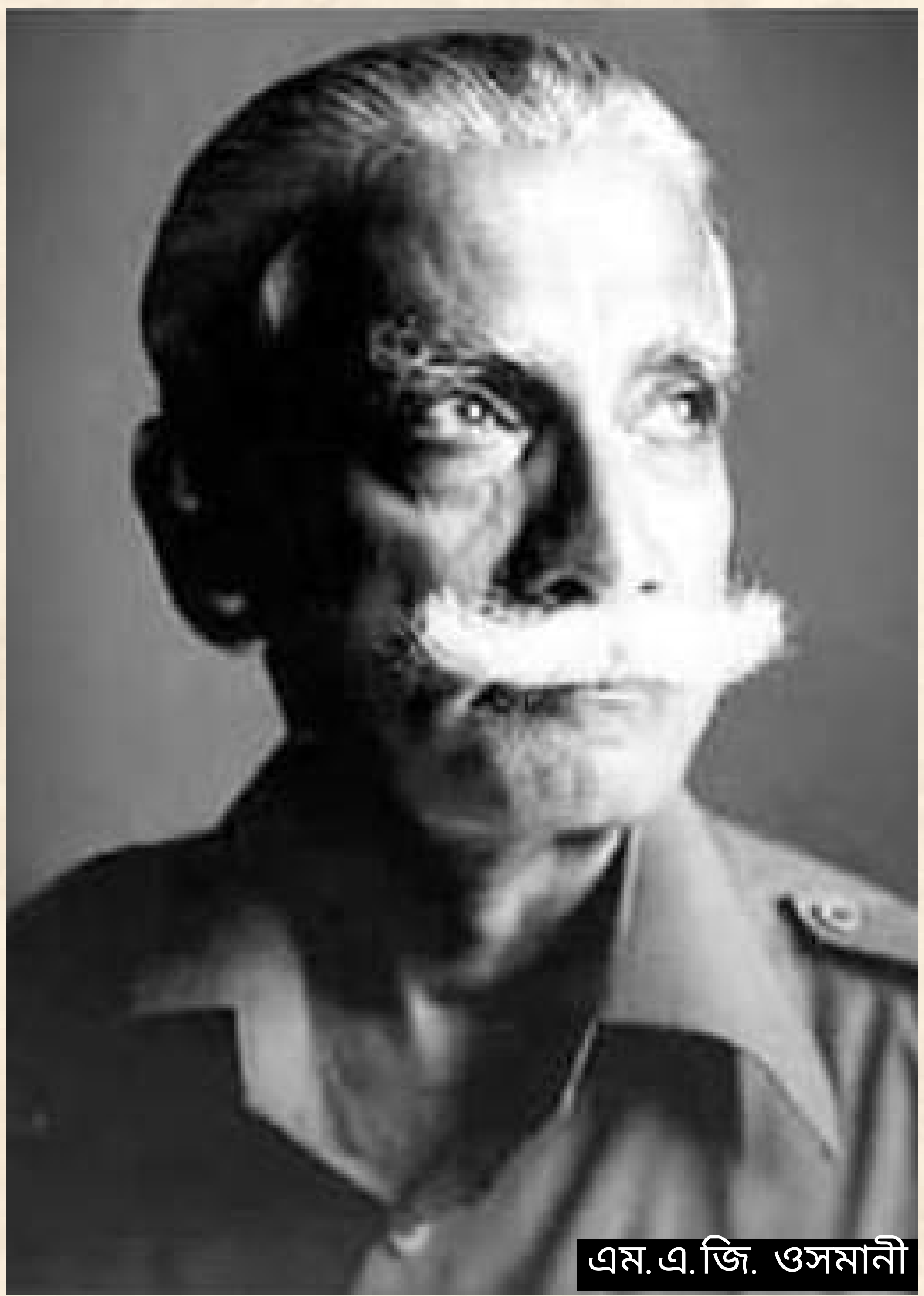
এম.এ.জি. ওসমানী

মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর জীবন গভীর একনিষ্ঠতা, দৃঢ় নেতৃত্ব এবং নিজের মাতৃভূমির প্রতি অবিচল আনুগত্যের এক গল্প। তিনি ১৯১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর সিলেটের সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি এমন সব গুণাবলী প্রদর্শন করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে তাকে বাংলাদেশের ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করবে: তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, শৃঙ্খলাবোধ এবং দায়িত্বশীলতার শক্তিশালী অনুভূতি। তার যাত্রা শুরু হয় সিলেটের কটন স্কুলে পড়াশোনা দিয়ে এবং পরবর্তীতে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে তিনি ১৯৩৯ সালে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৪০ সালে, ওসমানী ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং সূচনা হয় তার সামরিক ক্যারিয়ারের, যা তাকে বিভিন্ন স্থানে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়। এই কঠিন সময়ে কর্মরত অবস্থায় সৈনিক হিসেবে তার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের কঠিন বাস্তবতাগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন। যুদ্ধ ছিল ওসমানীর জন্য একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র, যেখানে তিনি শুধু সামরিক কৌশলই শিখেননি, বরং বিদেশি শাসনের অধীনে জীবনের অবিচার সম্পর্কে সচেতন হন। এই অভিজ্ঞতাগুলো তার মধ্যে দেশপ্রেমের বীজ বুনেছিল, যা পরবর্তীতে তার নিজের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ করে তোলে।

১৯৪৭ সালে ভারতের বিভাজনের পর, ওসমানী পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে তার ক্যারিয়ার এগিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হন। কিন্তু এই সাফল্য তার এবং অন্যান্য বাঙালি কর্মকর্তাদের প্রতি বৈষম্যের কারণে ম্লান হয়ে যায়, যা তাকে ১৯৬৭ সালে আগেভাগেই অবসর নিতে বাধ্য করে। সেনাবাহিনী ছাড়ার তার এই সিদ্ধান্ত আত্মসমর্পণের নিদর্শন ছিল না; বরং এটি ছিল একটি নীরব প্রতিবাদ, এমন একটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যা তার জনগণের প্রতি অন্যায় আচরণ করছিল।

এম.এ.জি. ওসমানী পরিদর্শনরত অবস্থায়

ওসমানী সামরিক জীবন থেকে সরে দাঁড়ালেও তার দেশের প্রতি অঙ্গীকার শেষ হয়নি, বরং নতুন কিছু শুরু হওয়ার পথ তৈরি করেছিলেন। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে যখন উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন ওসমানীর জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন তাকে আবার ডাকা হয়—সেনাবাহিনীর দ্বারা নয়, বরং জনগণের দ্বারা। অবসরপ্রাপ্ত হলেও তাকে মুক্তিবাহিনী তথা বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তার নেতৃত্ব ছিল অসাধারণ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রচলিত যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি গেরিলা কৌশলকে প্রচলিত যুদ্ধের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। এই কৌশল অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

তার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী এমন আক্রমণ চালায়, যা শত্রুর সরবরাহ লাইন ব্যাহত করে এবং পূর্ব পাকিস্তানে তাদের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করে দেয়। কিন্তু ওসমানী শুধুমাত্র একজন সামরিক নেতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন একতা প্রতিষ্ঠাকারী। তিনি মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্রিত করেছিলেন এবং মুজিবনগর সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি দুটোই দক্ষতার সাথে পরিচালনার ক্ষমতা তার স্বাধীনতা সংগ্রামের গভীর উপলব্ধির পরিচয় বহন করে—একটি সংগ্রাম যা শুধু সামরিক বিজয়ের জন্য ছিল না, বরং মানুষের হৃদয় ও মন জয়ের জন্যও ছিল।

যারা ওসমানীর সাথে কাজ করেছেন, তারা তাকে স্মরণ করেন একজন নেতা হিসেবে, যিনি কেবল কৌশলীই ছিলেন না, বরং অত্যন্ত মানবিকও ছিলেন। তিনি যুদ্ধের ভার বুঝতেন, শুধু কৌশল ও ফলাফলের দিক থেকে নয়, বরং এটি তার সৈনিকদের উপর কী প্রভাব ফেলছে সেই দিক থেকেও। তার শান্ত স্বভাব ও যত্নশীল মনোভাব যুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন সময়েও আশেপাশের মানুষকে সান্ত্বনা দিত। মুক্তিবাহিনীর প্রবীণ যোদ্ধারা তার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, তাদের কল্যাণের প্রতি তার উদ্বেগ এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার কথা স্মরণ করেন, যা সর্বদা তার জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থে ছিল। ওসমানীর নেতৃত্ব ছিল যুদ্ধের অন্ধকারতম দিনে একটি আশার আলো, যা তার বাহিনীকে উষ্ণ হৃদয় দিয়ে পথ দেখিয়েছিল।

এম.এ.জি. ওসমানী যৌথবাহিনীর সাথে

যুদ্ধের পর, যখন বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, ওসমানী জাতির সেবা অব্যাহত রাখেন। তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও রেলপথ মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল সদ্য গঠিত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, যা স্বাধীন বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ওসমানীর দৃষ্টি কেবল যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বুঝতেন যে একটি দেশের প্রকৃত শক্তি আসে তার সামরিক বাহিনী এবং সেই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে, যা তার স্বাধীনতা ও জনগণের চেতনা রক্ষা করে।

এম.এ.জি. ওসমানী

জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী ১৯৮৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার জন্মস্থান সিলেটে তাকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হয়। তার কবর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত, যা বিখ্যাত হজরত শাহজালাল মাজার শরীফের নিকটেই। সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তার নামে নামকরণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বিমানবন্দর।

তার উত্তরাধিকার কেবল তার নামে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের স্মৃতিতে বেঁচে আছে, যারা তাকে জানতেন, তার সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তার কাছ থেকে শিখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে

তার গল্প বলা হয়, এমনকি তার জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয় ডকুমেন্টারিতে এবং ব্যক্তিগত স্মৃতিতে, যেখানে তিনি অনেকের জীবনে ছাপ রেখে গেছেন।

ওসমানীর জীবন আমাদের শেখায় যে প্রকৃত নেতৃত্ব শুধুমাত্র যুদ্ধ জেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি রাখা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকা এবং যে উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করা হয় তার প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করা। বহু ত্যাগের মাধ্যমে গঠিত এই দেশে, জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানীর নাম স্বাধীনতার অব্যাহত সংগ্রাম এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশার প্রতীক।

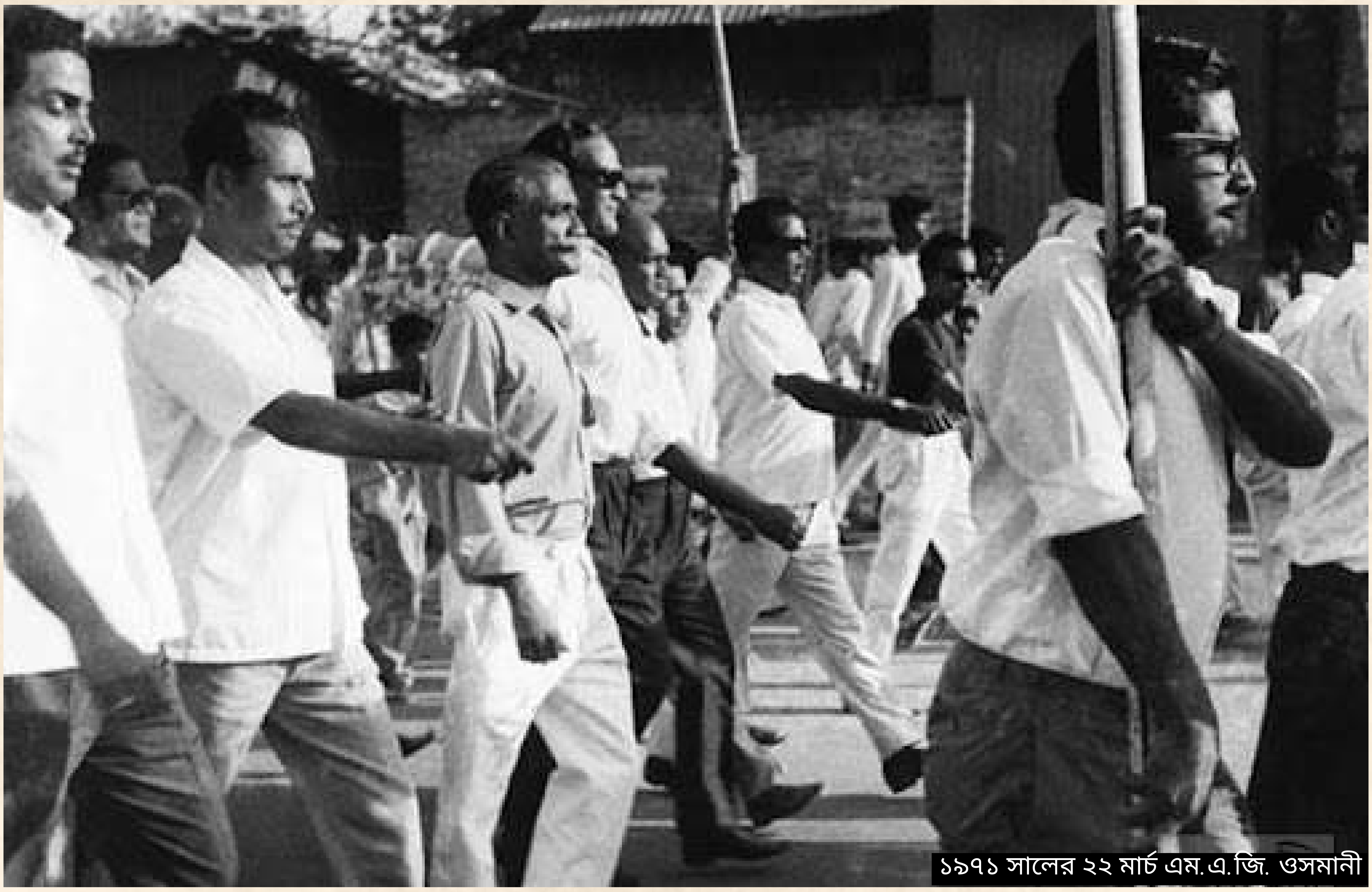

১৯৭১ সালের ২২ মার্চ এম.এ.জি. ওসমানী

রেফারেন্স :

- The Daily Star: “O General, My General”: https://www.thedailystar.net/op-ed/politics/o-general-my-general-1278466
- The Daily Star: “The man who inspired us during war”: https://www.thedailystar.net/opinion/tribute/the-man-who-inspired-us-during-war-1456906
- The Daily Sun: “Lest We Forget, The Legacy Of MAG Osmani”: https://www.daily-sun.com/magazine/details/332664
- Website of Osmani Primary School: “History of Osmani”: https://www.osmani.towerhamlets.sch.uk/our-school/history
- Website of ‘Londoni’: “Muhammad Ataul Ghani (M. A. G.) Osmani (Bangabir)”
- Website of Osmani Museum: “Welcome to the Osmani Museum”: https://osmanimuseum.org.bd/site/

ছবিঃ

এম.এ.জি. ওসমানী - The Daily Star
এম.এ.জি. ওসমানী পরিদর্শনরত অবস্থায় - osmanimuseum.org.bd
এম.এ.জি. ওসমানী যৌথবাহিনীর সাথে - The Daily Star
এম.এ.জি. ওসমানী - Old Photo Archives Bangladesh
১৯৭১ সালের ২২ মার্চ এম.এ.জি. ওসমানী - Old Photo Archives Bangladesh